যুগান্তর

তারিখ 2 9 SEP 2013
পৃঃ ৫ কলাম ৬

ডিজিটাল লাইব্রেরির যাত্রা শুরু

বিশাল লাইব্রেরি। কয়েকশ পাঠক একসঙ্গে বসে পড়াশোনা করছেন। অথচ কাগজ-কলমের চিহ্নমাত্র নেই। তবে আশ্চর্য লাগলেও এমনটাই সত্যি টেক্সাসের বেক্সার কাউন্টিতে। বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন হল সেখানে। স্বল্পমূল্যের এই প্রজেক্টের সুফল যাতে, দূর-দূরান্তের মানুষের কাছেও পৌঁছে দেয়া যায় তাই সান আন্তোনিওর প্রত্যন্ত প্রান্তেও খোলা হচ্ছে ই-লাইব্রেরির পরবর্তী শাখা। প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর লরা কোলের কথায়, 'সান আন্তোনিও ও তার পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে সব মানুষের কাছে লাইব্রেরির সুবিধা পৌঁছে দিতেই এই প্রচেষ্টা।' যদিও সান আন্তোনিওতে এরই মধ্যে একটি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে এবং সেখানে বইয়ের সংগ্রহও নজরকাড়া। তবে বেক্সার কাউন্টিতে কোনো লাইব্রেরি এখন পর্যন্ত নেই। সেখানে এই ই-লাইব্রেরি তাই জনপ্রিয়তা পাবে বলেই লরার বিশ্বাস।

এর ফলে ১৭ লাখ মানুষ যেমন বই পড়ার সুযোগ পাবেন, তেমনি স্কুল-কলেজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে এই লাইব্রেরি। বেশি রাত পর্যন্ত খোলা থাকার ফলে চাকরিজীবী মানুষও স্বাচ্ছন্দ্যে পড়াশোনা করতে পারবেন এখানে। এই ধরনের ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রয়াস অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগে ব্রিটেনেও ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ার চেষ্টা হয়েছে। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষ গত বছরই ঘোষণা করেছে, তাদের লাইব্রেরির ৯৮ শতাংশই ডিজিটাল জার্নাল। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করতে প্রিন্টেড বই কেনাও বন্ধ করেছে তারা। ডিজিটাল লাইব্রেরির ব্যাপারে কিছু মানুষের উৎসাহের যেমন অন্ত নেই, তেমনই এই লাইব্রেরির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি'র অধিকর্তা ক্রিস্টোফার প্ল্যাট। তার বক্তব্য, 'এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে, যেগুলোর পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে ঐতিহ্যবাহী সম্পদ। দূর-দূরান্ত থেকে এমন অনেক পাঠক আসেন, যারা শুধু ডিজিটাল লাইব্রেরিতে বসে এই বই পড়ে খুশি হতে পারবেন না। তারা এই বইগুলো হাতে ছুঁয়ে, পড়ে, গন্ধ নিয়ে এগুলোকে উপলব্ধি করতে চান। তাই আমাদের লাইব্রেরি পুরোপুরি ডিজিটাল করা সম্ভব নয়।' তবে বিশ্বায়নের যুগে ডিজিটাল জগৎ থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেয়নি তারা। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি'তে সাধারণ টেক্সট বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে ডিজিটাল বইয়ের সংগ্রহও। অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত অনুদানের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরি। প্ল্যাটের বক্তব্য, 'আজ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতেই আইপ্যাড, তবু সব স্কুল ই-লাইব্রেরি চালু করার তাগিদ অনুভব করেনি। আমার মতে, এখনই সবকিছু ডিজিটাল করার সিদ্ধান্ত হঠকারী। তার চেয়ে যে লাইব্রেরিগুলো রয়েছে, আগে সেগুলোর উন্নতির চেষ্টা করা হোক।'

—ডিডব্লিউ অবলম্বনে **রেহানা রহমান রেনু**